দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 23 DEC 2002
পৃষ্ঠা … কলাম …

দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার চক্রান্ত রুখতে হবে

বলা হয় শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। আর তাই যদি কোন জাতিকে ধ্বংস করতে হয় তবে তার শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রথমে ধ্বংস করতে হবে। ঠিক তেমনটিই ঘটতে যাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। বিদেশী চক্রের সাথে হাত মিলিয়ে আমাদের দেশী কিছু চক্রান্তকারী এই জঘন্য কাজে নিয়োজিত রয়েছে। আমরা জানি, শিক্ষিত জাতি থাকলে সম্পদ না থাকলেও দেশ অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারে। আজকের দিনে পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল প্রতিটি দেশেই যেসব আধুনিক ও উন্নত নাগরিক সুযোগ-সুবিধাদি পাওয়া যাচ্ছে তার সবকিছুর মূলেই যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান রয়েছে তা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যাবে না। আর এজন্য বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের মেধা, জ্ঞান, মননশীলতা ও সৃজনশীলতাই যে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে একথাও অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। সত্যি কথা বলতে কি, আধুনিক প্রকৌশল ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের কারণেই পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলো বর্তমান বিশ্বে অভাবিত ও বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করতে পেরেছে। বিশেষ করে আমদের এশিয়া মাহাদেশেরই দু'টি দেশ জাপান ও সিঙ্গাপুর কোন প্রাকৃতিক সম্পদ না-থাকার পরেও আধুনিক প্রকৌশল ও বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে তাদের উন্নত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আজ পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর কাতারে নিজেদের স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। অথচ আমরা পিছিয়ে আছি তুলনামূলক বেশী সম্পদ থাকাও সত্ত্বেও। কারণ আধুনিক বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও কারিগরী শিক্ষায় আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছি। আর এ কারণেই দেশের আধুনিক বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও কারিগরী শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই।

অথচ দেশের একমাত্র উৎকৃষ্টমানের মেধা ও মননশীলতার অধিকারী এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন প্রকৌশলী তৈরীর দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে সাম্প্রতিককালে মহলবিশেষ যে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে তার পরিণতির কথা চিন্তা করে দেশের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক সমাজ, অভিভাবক মহল, বুদ্ধিজীবী মহল, এক কথায় সর্বস্তরের সচেতন মহল স্বভাবতই উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে একটি মহল দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোতে পরিকল্পিতভাবে নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে বর্তমান জোট সরকারকে দেশবাসীর সামনে এমনকি বিদেশীদের কাছে অপ্রিয় করে তোলার নীলনকশা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে নানা অজুহাতে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোকে সম্পূর্ণ অচল করার মত এক সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠেছে বলে অভিজ্ঞ মহলের অভিমত। সামান্য ঘটনাকে পুঁজি করে প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অচল করার পর ওই মহলবিশেষের টার্গেটে পরিণত হয় বুয়েট। তারপর আবার শুরু হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করার। সেই মোতাবেক মাঠে নেমেছে বিভিন্ন মহল। যদিও তাতে সাড়া মেলেনি তেমনটি। শুধু তাই নয়, সেই অনশনে বহিরাগত তথাকথিত শিক্ষক, কবি, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, নাট্যকার, এমনকি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও সংহতি প্রকাশের নামে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে নিজেদের স্বার্থ আদায়ের চেষ্টা করেছে। এমনকি বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা কঠোর ভাষায় সরকারের সমালোচনা করে বলেছেন, যদি অনশনরত ছাত্রদের কিছু হয় তবে সারাদেশ অচল করে দেয়া হবে। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে কোথেকে কি হচ্ছে আর কার ইশারায় হচ্ছে? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অচল করার বিদেশী এজেন্ডা ওই মহল নিয়েছে কারণ তাতে তাদের দুটো এবং বিদেশীদের লাভ হবে একটি। যেমন বিদেশীদের লাভ হবে এই যে- বাংলাদেশে পড়ালেখার পরিবেশ নেই অজুহাতে ছেলেমেয়েরা বিদেশে গিয়ে লেখাপড়া শিখবে এবং ভবিষ্যৎ সুন্দর স্বপ্নের কথা বলে, আর্থিক লোভ দেখিয়ে তারা আমাদের দেশের মেধাবী ও যোগ্য বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের আটকিয়ে রাখবে এবং আমাদের দেশ তাতে ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। ফলে বাংলাদেশ তাদের কাছে চিরদিন করুণার পাত্র হয়ে থাকবে। যেমন ইতিমধ্যেই আমাদের অনেক প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী তাদের প্রতিভার দ্বারা অনেক কিছুই তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। আর যদি তাই হয় তবে বাংলাদেশ তো উপরে উঠে যাবে- তাই কি হতে দেয়া যায়? যার ফলে আমাদের এই মেধাকে বিদেশীরা অনেক লোভ দেখিয়ে ক্রয় করতে চাচ্ছে। অপরদিকে দেশীয় চক্রান্তকারীদের লাভ হবে দু'ভাবে। এক, বিদেশী প্রভুদের সুনজরে থেকে ভবিষ্যতে সরকারবিরোধী আন্দোলন এবং ক্ষমতারোহণের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে এবং দুই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে গেলে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক এমনকি সর্বস্তরের মানুষ সরকারের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করবে এবং জোট সরকার তাদের জনপ্রিয়তা হারাবে। ফলে দেশের মানুষ বিকল্প হিসেবে আ'লীগের পক্ষে চলে আসবে। এটা ওই মহলবিশেষের ধারণা। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য অচল হওয়ার মানেই হল দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির চাহিদামাফিক প্রতিভাবান, মেধাবী, জ্ঞানী, গুণী, প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানীদের সত্যিকারের অবদান থেকে দেশ ও জাতিকে পরিকল্পিতভাবে বঞ্চিত করা। ফলশ্রুতিতে দেশ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে অপরদিকে বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সুনাম যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হবে। সার্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটকে অচল করার ষড়যন্ত্রের সাফল্যের পর এবার তারা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করার চেষ্টা করছে। এভাবে একের পর এক দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোকে বন্ধ করতে পারলে যে ওই অশুভ মহলটিই সবচেয়ে বেশী লাভবান হবে একথা বিশদভাবে ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। এই পটভূমিতেই শিক্ষা তথা জাতির মেরুদণ্ড রক্ষার নিমিত্তেই আমাদের ছাত্র সমাজ ও অভিভাবক সমাজকে একযোগে এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। যারা সামান্য ঘটনাকে পুঁজি করে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জীবনকে ধ্বংস করার সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠেছে, তাদের মুখোশ জাতির সামনে উন্মোচন করার সময় আজ এসেছে। পাশাপাশি বর্তমান জোট সরকারের উচিত হবে ওই কুচক্রী মহলের হাত থেকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তথা দেশকে রক্ষার তাগিদে প্রয়োজনীয় সব ধরনের বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়া।

❑ মাসুদুর রহমান পান্থ